দৈনিক
জনকণ্ঠ

2 1 JAN 2007
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৪

প্রসঙ্গ জাতীয় শিক্ষক দিবস

শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষা ভবনে বসে যারা কলকাঠি নাড়ছে তাদের অপসারণ দাবি

স্টাফ রিপোর্টার॥ প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের জন্মবার্ষিকীর দিন ১৯ জানুয়ারিকে জাতীয় শিক্ষক দিবস হিসেবে পালন করেছে বিএনপি-জামায়াত সমর্থক শিক্ষক সংগঠন শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোট। বাংলাদেশ টেলিভিশনেও দিবসটির সংবাদ প্রচার করা হয়। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে টেলিভিশনে এই সংবাদ প্রচার করায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্ট।

অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ স্বাক্ষরিত ফ্রন্টের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাংলাদেশ টেলিভিশনে বিগত জোট সরকারের প্রত্যক্ষ সমর্থন এবং কয়েকদিন আগেও সাবেক প্রধানমন্ত্রীর গুণকীর্তনকারী ব্যক্তিদের পরিচালনায় ও অংশগ্রহণে প্রচারিত অনুষ্ঠানটি প্রমাণ করেছেন, সামগ্রিকভাবে না হলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিটিভিতে এখনও বিগত জোট সরকারের শাসনের অবসান হয়নি। তাই ফ্রন্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা ভবন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এবং বেসরকারী স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটিতে বহাল থেকে বিগত সরকারদলীয় যারা এখনও কলকাঠি নাড়ছে, তাদেরকে অবিলম্বে অপসারণ করে শিক্ষায় নির্দলীয়করণ নিশ্চিত করার জন্য প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে অবিলম্বে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানায়। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, বিগত জোট সরকারের আমলে সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক, প্রতিমন্ত্রী এহছানুল হক মিলন, সচিব শহীদুল আলম ও তাদের আজ্ঞাবহ শিক্ষক নেতা কতিপয় চিহ্নিত ব্যক্তি রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য কারও সঙ্গে কোন আলোচনা না করেই জিয়াউর রহমানের জন্মদিন ১৯ জানুয়ারি জাতীয় শিক্ষক দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেয় এবং সরকারীভাবে তা পালিতও হয়। কিন্তু শিক্ষক ও শিক্ষক দিবস কোন দলীয় বিষয় নয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময়ই ফ্রন্ট বলেছিলো এর সাফল্য ও ব্যর্থতা সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের ওপর বর্তাবে। জাতীয় শিক্ষক দিবসের প্রস্তাবক ড. কুদরত-এ-খোদা নামে অথবা ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, সত্যেন বসু, প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁর মতো কোন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদের নামে না করে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নামে করার দায়দায়িত্ব উদ্যোক্তাদেরই বহন করতে হবে।